প্রথম আলো

তারিখ ... 04 APR 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২৪ কলাম ... ৫ .....

শিক্ষার মান বাড়াতে কাজ করতে হবে

গোলটেবিল বৈঠক

প্রথম আলো ও গণসাক্ষরতা অভিযানের গোলটেবিল বৈঠক

বিশেষ প্রতিনিধি ●

শিক্ষার গুণগত মান বিষয়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে বাংলাদেশে শিক্ষার অগ্রগতি হলেও তা টেকসই নয়। তাঁরা বলেছেন, কারও সহায়তা বা সমর্থনের দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজেদের মেধা, সম্পদ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

'উর্বর মাঠে বীজ বোনা: যে শিক্ষা বাংলাদেশের কাজে লাগবে' শীর্ষক ওই বৈঠক গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক *প্রথম আলো* এবং শিক্ষা নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠনগুলোর মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযান। এ সময় বক্তারা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সরকার, দাতা সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'দেশে-বিদেশে সবাই বলছে বাংলাদেশ শিক্ষায় এগিয়ে গেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জন করছে। তার পরও বলব, সব সক্ষমতা নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। আমরা যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে না এগোই।'

ব্যয় ও বিনিয়োগের তুলনায় শিক্ষার গুণগত মান কম বলে মনে করেন মন্ত্রী। তিনি মনে করেন, প্রকৃত লেখাপড়া শিখলে কেউ বেকার থাকবে না।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান মাধ্যমিককেও নিয়ন্ত্রণ করে এবং এ দুই স্তরের শিক্ষায় দুর্বলতা উচ্চশিক্ষায় প্রভাব ফেলে। তিনি বলেন, 'এখন জিপিএ-৫ পেয়েও ভর্তি-ইচ্ছুকদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারছে না। শিক্ষার মানের অবস্থা বোঝার জন্য এটি একটি বড় দৃষ্টান্ত।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, শিক্ষার মূল জায়গা শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষকেরা হলেন শ্রেণীকক্ষের প্রাণ। তাই শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়া নিশ্চিত করতে পারলে এবং শিক্ষককে শক্তিশালী করা গেলে গুণগত মান আরও বাড়বে। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার সমালোচনা করেন কেউ কেউ। কিন্তু এর ফলে শিক্ষার্থীর মান চেনা ও জানা সম্ভব হচ্ছে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা মনজুর আহমেদ বলেন, প্রাথমিকে এখন প্রায় চার লাখ শিক্ষক, এক কোটি ১৭ লাখ শিক্ষার্থী। ছেলেমেয়েদের ঠিকভাবে পড়াতে চাইলে এবং শ্রেণীকক্ষে

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৫

প্রথম আলো কার্যালয়ে গতকাল আয়োজিত 'উর্বর মাঠে বীজ বোনা: যে শিক্ষা বাংলাদেশের কাজে লাগবে' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অতিথিরা ● ছবি: প্রথম আলো

শিক্ষার মান বাড়াতে কাজ করতে হবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

পড়াশোনার পরিবেশ বজায় রাখতে হলে এ মুহূর্তে আরও দুই লাখ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি সুশৃঙ্খলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলেও অভিযোগ তোলেন।

ভিড়ে ঠাসা শ্রেণীকক্ষে কীভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা করা এবং উপায় বের করার ওপর গুরুত্ব দেন সরকারের যুগ্ম সচিব এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক চৌধুরী মুফাদ আহমেদ। তাঁর মতে, শিক্ষার্থীরা সিলেবাস শেষ করল কি না, সেটি এখন শিক্ষক ও অভিভাবকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তারা কী শিখল, সেটি গুরুত্ব পাচ্ছে না। এর ফলে বর্ণমালা না শিখেই অনেকে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠেছে। পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে মাত্র এক-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থী বাংলায় এবং এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী গণিতে দক্ষতা অর্জন করছে।'

গণসাহায্য সংস্থার শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান সামসে আরা হাসান বলেন, শ্রেণীকক্ষে প্রথম দুই বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের লক্ষ করে এখন শিক্ষা দেওয়া হয়। আর শিক্ষকের লক্ষ, থাকে বইটি শেষ করা। তিনি আরও বলেন, শিক্ষক সব শিক্ষার্থীর পড়া শোনেন না। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ছাড়া শিক্ষার গুণ ও মান নিশ্চিত হবে না বলে মত দেন তিনি।

অ্যাকশনএইডের এদেশীয় পরিচালক ফারাহ্ কবির প্রশ্ন রাখেন, সুস্থ ও সচেতন মনমানসিকতা তৈরির জন্য শিক্ষা না চাকরি বা সম্পদ অর্জনের জন্য শিক্ষা—এ বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। তিনি বলেন, গুণ ও মানের বদলে এখন কত ভাগ পাস করল, কতজন জিপিএ-৫ পেল তা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ চলে।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষায় যে বিনিয়োগ শুরু হয়েছে তা যৌক্তিক এবং এর সুফল ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে বলে মনে করেন সেভ দ্য চিলড্রেনের শিক্ষা উপদেষ্টা ম. হাবিবুর রহমান। তবে তাঁর মতে, প্রাক্-প্রাথমিকের শিক্ষা সফল করতে হলে সরকার, দাতা ও বেসরকারি সংস্থাকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

বৈঠকে বাংলাদেশে শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে [illegible]

প্রায় চার দশক ধরে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনের আঞ্চলিক শিক্ষা উপদেষ্টা জেমস জেনিংস। তিনি এ দেশে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর মতে, একসময় বাংলাদেশে স্লোগান ছিল আপনার সন্তানকে স্কুলে পাঠান। এখন সেই প্রচারের তেমন প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, দারিদ্র্য এ দেশের শিশুদের ঝরে পড়ার মূল কারণ।

শিক্ষকের মান নিয়ে প্রশ্ন: এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এম শমশের আলী বলেন, একজন ভালো শিক্ষক বটতলায় দাঁড়িয়ে ক্লাস নিলেও তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসেও কম যোগ্য শিক্ষকের ক্লাস আকর্ষণ তৈরি করবে না। তিনি আরও বলেন, কম যোগ্যতার যেসব শিক্ষক আছেন, তাঁদের বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। এঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করতে হবে। তাঁর মতে, দূরশিক্ষণের মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য কাজী সালেহ আহমেদ বলেন, গুণগত শিক্ষা চাইলে মানসম্মত শিক্ষক দরকার, যা খুবই কম। তিনি বলেন, 'শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়া নেই। গরিব পরিবারের সন্তান প্রাইভেট পড়তে পারে না, গাইড পড়তে পারে না। তাহলে শিক্ষার মান আসবে কোথা থেকে?'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. রফিকুজ্জামান বলেন, ছাত্রছাত্রীদের প্রায় সবার লক্ষ্যই থাকে চিকিৎসক বা প্রকৌশলী হওয়া। বিভিন্ন কারণে যখন তাঁরা এসব পেশায় যেতে পারেন না, তখন শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিক্ষকতা পেশায় এসে এঁদের অনেকেই ভালো করতে পারেন না।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষকদের চাকরির শুরু থেকে অবসর পর্যন্ত বহুবিধ সমস্যা রয়েছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে এ-ও সত্য, শিক্ষকনেতারা দাবি-দাওয়ার কথা বললেও শিক্ষার মানের কথা সেভাবে বলেন না। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, [illegible]